দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL 12 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

চেনা জগৎ জানা কথা

মুনীরুজ্জামান

মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি

মাদ্রাসা শিক্ষা রক্ষার জিগির তুলে রাজনীতি শুরু করেছে সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তিগুলো। আরো আফসোসের কথা হচ্ছে গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তি বলে দাবিদার বিএনপিও এই জিগিরে শামিল হয়েছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন সরকার সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তিগুলোকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলছে মাদ্রাসা শিক্ষা কোনদিনই বন্ধ করা হবে না বরং আরো সম্প্রসারণ করা হবে। সরকার ধর্মীয় শিক্ষা বন্ধ করে দিচ্ছে বলে জিগির তুলে বিএনপিও আন্দোলনের নতুন ইস্যু তৈরির অপচেষ্টা করছে। যেন মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোকে তুষ্ট রাখার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে আওয়ামী লীগ- বিএনপিতে। এ ধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতায় শুধু যে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই পেছনের দিকে যাবে তাই নয়, রাজনীতিতেও সাম্প্রদায়িকতা মৌলবাদী শক্তিশালী হবে; বিপদ বাড়বে গণতন্ত্রের, সংবিধানের, বাংলাদেশের।

আওয়ামী লীগ সরকার কি মাদ্রাসার শিক্ষা বন্ধ করে দিচ্ছে? দিচ্ছে না; কিন্তু অনেকের মতে দেয়া উচিত। একবিংশ শতাব্দীতে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশের কোন মাদ্রাসার দরকার নেই। দরকার বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা। মাদ্রাসা শিক্ষা এই লক্ষ্যের বিপরীতই শুধু নয়, বাধাও বটে। রাজনৈতিকভাবে সরকার দেশবাসীর কাছে শ্লোগান দিচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে আর মাদ্রাসা শিক্ষার মতো একটি পশ্চাদপদ ব্যবস্থাকে টাকা ঢেলে পরিপুষ্ট করা হবে এটা দ্বিমুখী নীতি। জাতীয় এবং একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার স্বার্থে এই পরস্পরবিরোধী নীতির অবসান হোক।

আসল ব্যাপার হলো, বন্ধ দূরের কথা আওয়ামী লীগ আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা সংকুচিতও হচ্ছে না। বরং এই সরকারের আমলে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সকল অর্থেই সরকারি উদ্যোগ সম্প্রসারিত হচ্ছে। অনেকেই সরকারের এই নীতির সঙ্গে মোটেই একমত হতে পারছেন না। অথচ দেখা যাচ্ছে সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দিচ্ছে এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করছে বলে দেশব্যাপী অপপ্রচার শুরু হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা রক্ষার জিগির তুলে রাজনীতি শুরু করেছে সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তিগুলো। আরো আফসোসের কথা হচ্ছে গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তি বলে দাবিদার বিএনপিও এই জিগিরে শামিল হয়েছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন সরকার সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তিগুলোকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলছে মাদ্রাসা শিক্ষা কোনদিনই বন্ধ করা হবে না বরং আরো সম্প্রসারণ করা হবে। সরকার ধর্মীয় শিক্ষা বন্ধ করে দিচ্ছে বলে জিগির তুলে বিএনপিও আন্দোলনের নতুন ইস্যু তৈরির অপচেষ্টা করছে। যেন মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোকে তুষ্ট রাখার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে আওয়ামী লীগ-বিএনপিতে। এ ধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতায় শুধু যে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই পেছনের দিকে যাবে তাই নয়, রাজনীতিতেও সাম্প্রদায়িকতা মৌলবাদী শক্তিশালী হবে; বিপদ বাড়বে গণতন্ত্রের, সংবিধানের, বাংলাদেশের।

অন্ধকারের যে শক্তি মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে বলে চিৎকার শুরু করেছে, রাজনৈতিক ইস্যু বানিয়ে সরকারের উপর চাপ দেয়ার চেষ্টা করছে তাদের আসুরিক চিৎকারের কারণটা হলো সরকার সম্প্রতি ২৫১টি মাদ্রাসার স্বীকৃতি এবং সরকারি অনুদান (মানথলি পে-অর্ডার– এমপিও) বন্ধ করেছে। কেন করেছে? শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে, এই ২৫১টি মাদ্রাসা আসলে ভুয়া এবং দুর্নীতিগ্রস্ত। এগুলোর সাইনবোর্ড আছে; কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক অথবা একেবারেই ছাত্রছাত্রী নেই। শিক্ষক আছে, সরকারি অনুদানও আছে, ছাত্র নেই। পড়াতে হয় না; কিন্তু বছরের পর বছর এসব ভুয়া মাদ্রাসার নামে কোটি কোটি টাকা তুলে আত্মসাৎ করছে। দেশে সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাদ্রাসার সংখ্যা ৬,৮৪৭টি। দেশের ৪৬০টি থানার মধ্যে ২০০ থানার প্রায় সাড়ে তিন হাজার মাদ্রাসা সম্পর্কে রিপোর্ট এসেছে মন্ত্রণালয়ে। তার মধ্য থেকে সবচেয়ে গুরুতর নিয়ম লংঘন, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং ভুয়া ২৫১টি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার। বিএনপিসহ যেসব রাজনৈতিক দল এবং মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি সরকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে হইচই শুরু করেছে, রাজনৈতিক ইস্যু তৈরির অপচেষ্টা করছে তারা কি দাবি করছেন যে, ভুয়া এবং দুর্নীতিগ্রস্ত মাদ্রাসাগুলোতেও সরকারকে টাকা দিতে হবে? এসব মাদ্রাসায় হওয়া লুটপাট ও অনুদান আত্মসাতের ভাগ বিএনপি এবং মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর কাছে যায় কিনা আমরা জানি না। তবে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় এই হইচই এবং চিৎকারের মধ্য দিয়ে বিএনপিসহ সকলেই ভুয়া মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসার দুর্নীতি-লুট পাটের দাবিটাও মেনে নিতে বলছেন। বিরোধীদলীয় নেত্রী কি আজকাল দুর্নীতি আর লুটপাটের দায় নিতে শুরু করেছেন? মাদ্রাসা বোর্ডের আর্থিক অনিয়মের কারণে আট কোটি টাকার বেশি ক্ষতি হয়েছে বলে এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে। মাদ্রাসা বোর্ডের অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা না দিয়ে আত্মসাৎ করা আরো বিভিন্নরকম দুর্নীতির কারণে এই লোকসান হয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হ... যারা চিৎকার করছেন (বিএনপিসহ) ... মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দিচ্ছে তারা ... টাকার দায় নিয়েই চিৎকার করছে ... তদন্তে পাওয়া সাইনবোর্ডসর্বস্ব ... মাদ্রাসার নামে দেয়া ... বছরের পর বছর ... লুটপাটকারীদের ... তাদের ...

কামেল মাদ্রাসা থাকতে পারবে না। তদন্তে প্রকাশ এক চট্টগ্রাম জেলাতেই আছে ১৪টি কামেল মাদ্রাসা, নোয়াখালীতে ৭টি। প্রতি জেলাতেই এমন নিয়ম-বহির্ভূত কামেল মাদ্রাসা রয়েছে। গ্রাম এলাকায় ৪ কিঃ মিঃ দূরত্বের মধ্যে ১টির বেশি দাখিল মাদ্রাসা থাকতে পারবে না সরকারি নিয়ম অনুযায়ী। গ্রাম দিয়ে হাঁটলে প্রতি ৪ কিলোমিটারে যে কত মাদ্রাসা তাও অনেক সময় শুমার করা যায় না। ছাত্রসংখ্যার দিক দিয়েও মাদ্রাসার জন্য সরকারি নিয়ম রয়েছে। শহর এলাকায় দাখিল মাদ্রাসায় কমপক্ষে ১৩০ জন ছাত্র থাকতে হয়, মফস্বলে কমপক্ষে ১০০ জন। আলিম মাদ্রাসার ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২৫০ এবং ২০০ জন ছাত্র থাকতে হবে। এই পূর্বশর্ত যদি কঠোররূপে অনুসরণ করা হয় তাহলে দাখিল আর আলিম মাদ্রাসা কয়টা থাকবে সেটা খুঁজে বের করা মুশকিল। তারপর এসব মাদ্রাসায় বেশিরভাগেই কোন একাডেমিক শৃংখলা নেই, যুগোপযোগী পাঠক্রম নেই, মানসম্পন্ন বই নেই। অনেক মাদ্রাসায় বছরের পর বছর ৪টি পাবলিক পরীক্ষায় কোন পরীক্ষার্থী থাকে না। থাকলেও পাস করে না। ৬ শতাধিক মাদ্রাসায় দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল শ্রেণীতে কোন ছাত্র নেই। অথচ শিক্ষক আছে, সাইনবোর্ড আছে। আর অধ্যক্ষ-শিক্ষকরা মিছে নিয়মিত টাকা নিচ্ছে অনুদানের। এই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার শর্ত এবং নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করা, মাদ্রাসার তহবিলে নিয়মিত টাকা না থাকা, বিভিন্ন ক্লাসে ছাত্রছাত্রী না থাকা প্রভৃতি অনিয়মের শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাত্র ২৫১টি মাদ্রাসার স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তি বন্ধ করে দিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কি কোন অন্যায় বা অযৌক্তিক কাজ করেছে? অবশ্যই করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত ছিল ৬০০টি মাদ্রাসাকেই অনুদান ও এমপিও বন্ধ করে দেয়া। সেটা না করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অবশ্যই অন্যায় করেছে। কারণ একটি অংশের দুর্নীতির পথ বন্ধ করলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় আরেকটি অংশের দুর্নীতির সুযোগ খোলা রেখেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কঠোরতার বদলে শৈথিল্য দেখিয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্ত মাদ্রাসা শিক্ষক ও বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী যারা এতদিন কোটি কোটি টাকা লুটপাট করে খেয়েছে তাদের বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোন আইনি ব্যবস্থা ...

বাড়িয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ বছরে মাদ্রাসা শিক্ষাখাতে সরকারি খরচ ছিল ১৮০ কোটি ১২ লাখ টাকা, ১৯৯৫-৯৬ সালে এই খরচ ছিল ২০৪ কোটি ৪ লাখ টাকা; ১৯৯৬-৯৭ সালে অর্থাৎ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর এই খরচ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০৬ কোটি ২ লাখ টাকা; ১৯৯৭-৯৮ সালে ছিল ২৬৮ কোটি ৫ লাখ টাকা এবং ১৯৯৮-৯৯ সালে খরচ বাড়িয়ে ২৯৫ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে আওয়ামী সরকারের তিন বছরে মাদ্রাসা শিক্ষার পেছনে ৯১ কোটি টাকা খরচ বাড়ানো হয়েছে। এরপরও যারা চিৎকার করছেন সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করার ষড়যন্ত্র করছে তাদেরকে অসত্যবাদী বললে কম বলা হয় আবার মিথ্যাবাদী বলাটা শোভন হয় না। এদেরকে ধর্ম ব্যবসায়ী রাজনৈতিক মতলববাজ হিসেবে আখ্যায়িত করাটাই বোধহয় যুক্তিসঙ্গত।

অথচ আওয়ামী লীগ আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্প্রসারিত হচ্ছে, মাদ্রাসা শিক্ষা আরো সম্প্রসারণ করার ঘোষণা দেয়া হচ্ছে বলে যাদের শংকিত হওয়ার কথা তারা কিন্তু কোন চিৎকার করছেন না। অসাম্প্রদায়িকতা, সেক্যুলারিজম এবং গণতন্ত্রের দাবিদাররা কিন্তু কোন কথা বলছেন না। শংকা প্রকাশ করছেন না। এর ভেতরে রহস্যটা যে কোথায় সেটা আমরা জানি না। তবে রাষ্ট্রপতি কিছুদিন আগে বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে যা বলেছেন তার ফলোআপ হিসেবে বলা যায় এস্টাবলিশমেন্টকে না চটানোও আজকাল বুদ্ধিজীবী হওয়ার একটা মৌলিক লক্ষণ। সম্ভবত সেই কারণেই সাম্প্রদায়িকতা এবং মৌলবাদের প্রচারণার সঙ্গেও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতাদেরকে আপোস করে চলতে দেখা যাচ্ছে।

কেউ কেউ বলার চেষ্টা করছেন ধর্মীয় শিক্ষা মানেই মাদ্রাসা শিক্ষা। ব্যাপারটি মোটেই সঠিক নয়। ধর্মীয় শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা কোনভাবেই এক নয়। মাদ্রাসা শিক্ষার মুনাফা যারা ভোগ করছেন তারাই ধর্মীয় শিক্ষার নাম ভাঙিয়ে নিজেদের অপকর্ম ঢাকার চেষ্টা করছেন। তারা ধর্মপ্রাণ মানুষকে উস্কে দিয়ে তাদের দুর্নীতি আর লুটপাটের আখড়াগুলোকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। এতো যে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষার পেছনে এর বিনিময়ে ...